শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

সমগ্র গীতার মূল শ্লোক, অন্বয়, অনুবাদ এবং তৎসহ শ্রীধরস্বামি-কৃত
সুবোধিনী-টীকা ও উহার অনুবাদ-সম্বলিত

স্বামী ভাবঘনানন্দ অনূদিত

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

সূচীপত্র

	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	অর্জুনবিষাদযোগ	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	সাংখ্যযোগ	২৪
তৃতীয় অধ্যায়	কর্মযোগ	৬৮
চতুর্থ অধ্যায়	জ্ঞানযোগ	৯৬
পঞ্চম অধ্যায়	সন্ন্যাসযোগ	১২৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	ধ্যানযোগ	১৪৫
সপ্তম অধ্যায়	জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ	১৭২
অষ্টম অধ্যায়	অক্ষরব্রহ্মযোগ	১৯১
নবম অধ্যায়	রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ	২১২
দশম অধ্যায়	বিভূতিযোগ	২৩৪
একাদশ অধ্যায়	বিশ্বরূপদর্শনযোগ	২৫৭
দ্বাদশ অধ্যায়	ভক্তিযোগ	২৯০
ত্রয়োদশ অধ্যায়	ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ	৩০২
চতুর্দশ অধ্যায়	গুণত্রয়বিভাগযোগ	৩২৫
পঞ্চদশ অধ্যায়	পুরুষোত্তমযোগ	৩৪২
ষোড়শ অধ্যায়	দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ	৩৫৬
সপ্তদশ অধ্যায়	শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ	৩৭০
অষ্টাদশ অধ্যায়	মোক্ষযোগ	৩৮৮
শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্যম্	... ...	৪৩৬
শ্লোক-সূচী	... ...	৪৩৮
শব্দ-সূচী	... ...	৪৪৯

আচার্য শ্রীধরস্বামী

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণের অবিস্মরণীয় টীকাকার আচার্য শ্রীধরস্বামীর জীবন-কাহিনী তেমন সুবিদিত নয়। তাঁর সুগভীর দার্শনিক মনন ও গবেষণা-ঋদ্ধ ভক্তিরসাপ্লুত জীবন-সম্পর্কে এইটুকুমাত্র জানা যায় যে তিনি আনুমানিক খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দশ শতকে গুজরাট প্রদেশের অন্তর্গত বেলোডি নামক গ্রামে এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার একাধিক পুত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। কথিত আছে, তাঁর পিতার মৃত্যুর পর পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারায় তিনি তাঁর সহোদর ভ্রাতৃগণ কর্তৃক ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। তাঁদের গৃহদেবতা ছিলেন নৃসিংহ অবতার। তাঁর ভাইয়েরা শ্রীধরস্বামীর হাতে তাঁদের বাটির বিগ্রহ নৃসিংহ-অবতারের মূর্তিটি মাত্র তুলে দিয়ে পিতার সমস্ত সম্পত্তি নিজেরা আত্মসাৎ করে নেন। এর ফলে শ্রীধরাচার্যের মনে তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং তিনি ঐ নৃসিংহ-মূর্তিটি মাত্র সঙ্গে নিয়েই সংসার ত্যাগ করেন। পরে বারাণসীতে তিনি সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করেন।

অবশ্য তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের বিষয়ে অপর একটি কাহিনীও প্রচলিত আছে। পূর্বাশ্রমে শ্রীধরস্বামী বিবাহিত সংসারীই ছিলেন। কিন্তু তাঁর পত্নী একটি মাত্র পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েই ইহলীলাসংবরণ করেন। পত্নী বিয়োগে শ্রীধরস্বামীর মনে সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য উপস্থিত হয় এবং তিনি সংসার ত্যাগে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এদিকে সদ্যোজাত পুত্রসন্তানটির রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্নে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এরকম এক মানসিক সংকটকালে হঠাৎ একদিন তিনি লক্ষ্য করলেন যে তাঁর গৃহে চাল রাখার পাত্রটি থেকে টিকটিকির একটি ডিম তাঁর সামনেই মাটিতে পড়ে ফেটে গেল আর সেই ফাটা ডিম থেকে একটি অতি ক্ষুদ্র টিকটিকির ছানা বেরিয়ে পড়েই তার সামনে উড়ে-আসা একটি পোকা দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সেটিকে সে ধরে খেয়ে ফেলল। এই অদ্ভুত ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে শ্রীধরাচার্যের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, এ জগৎ সংসারে কেউই কারো মুখাপেক্ষী নয়, প্রত্যেকটি জীবের পালন কর্তা এবং রক্ষাকর্তা হলেন স্বয়ং শ্রীভগবান। তাই সেই শ্রীভগবানের শ্রীচরণে ঐকান্তিক ভরসা রেখেই শ্রীধরাচার্য তাঁর শিশুপুত্রটিকে ঘরে রেখে সংসার ত্যাগ করলেন। পরে শিশুপুত্রটির ক্রন্দনে আকৃষ্ট হয়ে গ্রামের লোকেরা শিশুটিকে একটি অনাথ আশ্রমে রেখে আসেন এবং সেখানে থেকে শিশুটি বড় হয়ে উঠে কালক্রমে ভট্টিকাব্য-প্রণেতা কবি ভর্তৃহরি হিসেবে বিখ্যাত হন।

শ্রীধরাচার্য গৃহত্যাগ করে বারাণসী নগরীতে এসে উপস্থিত হন এবং সেখানেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর গুরুর নাম ছিল সম্ভবত শ্রীপরমানন্দ সরস্বতী। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের টীকা ভাবার্থ দীপিকা, বিষ্ণুপুরাণের টীকা আত্মপ্রকাশিকা এবং

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার টীকা সুবোধিনীর বিভিন্ন শ্লোকে, বিশেষত প্রস্তাবনা ও উপসংহারে তিনি গুরুবন্দনায় শ্রীপরমানন্দ সরস্বতীর নাম উল্লেখ করেছেন। বারাণসীতেই নানা শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের পর ঐ টীকাত্রয় প্রণয়নে তিনি প্রবৃত্ত হন। তাঁর সুবোধিনী টীকা সরল, সংক্ষিপ্ত এবং সারগর্ভ ও ভক্তিরসাশ্রিত। শ্রীমদ্ভগবদগীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধরাচার্য বলেন, "মন ও বুদ্ধি ঈশ্বরে অর্পণ করলে ভক্ত তৎপ্রসাদে জ্ঞানী অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী হন।" এটি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীরই প্রতিধ্বনি ঃ "যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধরেও যান তা হলেও সেই জ্ঞানলাভ করবেন। ভক্তবৎসল মনে করলেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন।" (কথামৃত, উদ্বোধন, নবম প্রকাশ, পৃঃ ৪৭১) শ্রীধরাচার্য বলেছেন, অবতার-রূপী শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মেরই প্রতিমা, তিনিই ঘনীভূত বিগ্রহ। গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি একথা বলেন। এর থেকে মনে হয় তিনি ভক্তিযোগের অবতারবাদের সঙ্গে জ্ঞানযোগের ব্রহ্মবাদের সমন্বয়-সাধনে প্রয়াসী ছিলেন, যে তত্ত্ব আমাদের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।